গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

বিষয়ঃ নাবিক রিক্রুটিং এজেন্ট (লাইসেন্স) বিধিমালা ২০০৫ তে লাইসেন্সিং এর জামানত ৫ লক্ষ টাকা হতে ২৫ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধিকরণ বিষয় সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ আবদুস সামাদ
সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সভার স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
সভার তারিখ: ১৬/১০/২০১৯খ্রিঃ
সভার সময় : দুপুর ১২:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক

আলোচনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৮টি ম্যানিং এজেন্ট রয়েছে। এর মধ্যে ২টি আপাতত স্থগিত অবস্থায় রয়েছে। ফলে বর্তমানে ৬৬ টি ম্যানিং এজেন্ট সক্রিয় আছে। শুরুতে ১১৩টি-কে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে ৪৭টি ম্যানিং এজেন্ট এর অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। যখন কোন নাবিক বিদেশে কোন জাহাজে যোগদান করে, তখন বাংলাদেশী এজেন্ট এর সাথে যদি তার প্রিন্সিপালের কোন dispute তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে ১ জন নাবিকের নিয়োগের অনুকূলে প্রায় ২০,০০০ ডলার Liability তৈরি হয়। ঐ Liability যদি এজেন্ট পরিশোধ না করে তাহলে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার মতো কোন ব্যবস্থা থাকে না। এ প্রেক্ষিতে গত ৪/৩/২০১৯ নৌপরিবহন অধিদপ্তরে সভায় সকল ম্যানিং এজেন্টদের দাবী ছিল জামানতের টাকা ৫ লক্ষ টাকা হতে ২৫ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হোক। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উপস্থিত প্রতিনিধি জানান যে, মহাপরিচালকের বক্তব্য যথার্থ, জামানত ৫ (পাঁচ লক্ষ) টাকা থেকে ২৫ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা বৃদ্ধি করা যায়।

২। সভাপতি বলেন, নাবিকদের চাকুরি প্রাপ্তিতে নানামুখী জটিলতা ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক হয়রানির স্বীকার হতে হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে কোন নাবিক মেরিনার্স পালিয়ে গেলে দেশের ইমেজ নষ্ট হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। নাবিক রিক্রুটিং এর ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জামানতের পরিমাণ খুবই কম।

৩। বাংলাদেশ শিপ ম্যানিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানান হয় যে, অবৈধ প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নেয়া হোক। নাবিক রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত সার্বিক তথ্য বর্ণনা করে তারা সকলের জামানতের টাকা বাড়ানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে লাইসেন্সের মেয়াদ বর্তমান ২ বছরের পরিবর্তে ৫ (পাঁচ) বছর করার জন্য তারা দাবী জানান। শিপ ম্যানিং এজেন্টের পক্ষ থেকে জামানতের টাকার লভ্যাংশ নাবিকদের কল্যাণে ব্যয় করার অনুরোধ জানান।

১০/

৪। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন যে, জামানতের টাকা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে এজেন্সির দক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান। সভাপতি আরও জানান যে, লাইসেন্সের মেয়াদ ৫(পাঁচ) বছর করা যায় কিন্তু ম্যানিং এজেন্টদের নিয়ন্ত্রণে রাখার

জন্য মেয়াদ সীমিত থাকা প্রয়োজন। তাই বর্তমান ব্যবস্থা বহাল রেখে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা যেতে পারে।

৫। জামানতের স্থিতি সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে মহাপরিচালক জানান যে, বর্তমানে জামানতের টাকা ৬, ১৫,০০০০০/- (ছয় কোটি পনের লক্ষ) টাকা জমা আছে। হক এন্ড সন্স এর প্রতিনিধি বলেন, এ টাকা মেরিনারদের কাজে ব্যবহার করলে কোন সমস্যা হবে না।

সিদ্ধান্তঃ

৬। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) নাবিক রিক্রুটিং এজেন্ট (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০০৫-এর অন্যান্য সকল শর্তাদি অপরিবর্তিত রেখে কেবলমাত্র লাইসেন্সিং এর জামানত ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হতে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা করা হবে। বিধিমালা জারীর তারিখ হতে নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে তা কার্যকর করা হবে।

(খ) বিধিমালা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম আগামী ২০ দিনের মধ্যে অধিদপ্তর সম্পাদন করবে।

৮। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১২/০১/২০২০
(মোঃ আবদুস সামাদ)
সচিব

নং-১৮.০০.০০০০.০১৯.০৬.০০৪.১৪- ১২ তারিখঃ ১৩ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
৩। চীফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌ পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৪। প্রধান অফিসার, নৌবাণিজ্য দপ্তর, সিজিও ভবন-১, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৫। পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, সিজিও ভবন, আগ্রাবাদ, বা/এ, চট্টগ্রাম।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। শিপিং মাস্টার, সরকারি সমুদ্র পরিবহন (শিপিং) অফিস, সিজিও ভবন, আগ্রাবাদ, বা/এ, চট্টগ্রাম।
৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শিপিং ম্যানিং এজেন্ট এসোসিয়েশন, সিটি শপিং কমপ্লেক্স (৩য় তলা) বেপারী পাড়া, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৯। সভাপতি, সীফ্যারার্স ইউনিয়ন, লাকী প্লাজা (৫ম তলা), রুম নং-৫১৯, ৮, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১০। সভাপতি, বাংলাদেশ সীম্যান্স এসোসিয়েশন, ৩৪, নূর চেম্বার (৩য় তলা), আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

১৩.০১.২০
(এ.টি.এম. আজহারুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৪৫৬১৭।